জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ

এবং

চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ
এবং
চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচার বিভাগ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
প্রচার বিভাগ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা-৬২০৩, রাজশাহী
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫ মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

১ম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩৭ হি./শ্রাবণ ১৪২৩ বাং/জুলাই ২০১৬ খ্রি.

২য় সংস্করণ
রজব ১৪৩৮ হি./বৈশাখ ১৪২৪ বাং/এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
১৫ (পনের) টাকা মাত্র

Jangibad Protirodhe Kichhu Paramarsha Ebong Charampanthider Biswasgata Bivrantir Jabab (Some advices to prevent militancy & answer to misinterpretations of the Extremists).

Written by : **Professor Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Published by : **Publication`s section of Ahlehadeeth Andolon Bangladesh**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0721-760525. Mob : 01711-578057. E-mail : ahlehadeethandolon @gmail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

*[এখানে মোট ১৭টি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে **মাসিক আত-তাহরীক** ১৯ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই'১৬-এর সম্পাদকীয়তে ১০টি বিষয় আনা হয়েছে। যেটি দৈনিক ইনকিলাব ১৮ই জুলাই'১৬ সোমবার ১১ পৃষ্ঠায় উপসম্পাদকীয় কলামে নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়।- প্রকাশক]*

ভূমিকা

দেশে দেশে পরাশক্তিগুলির অব্যাহত যুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ মানবতা যখন ইসলামের শান্তিময় আদর্শের দিকে দ্রুত ছুটে আসছে, তখন ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তারা তাদেরই লালিত একদল বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে চরমপন্থী দর্শন প্রচার করছে। অন্যদিকে নতজানু মুসলিম সরকারগুলিকে দিয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যকলাপ সমূহ চালিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে একদল তরুণকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লাগানো হচ্ছে। আর তাকেই জঙ্গীবাদ হিসাবে প্রচার চালিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী ধর্ম বলে বদনাম করা হচ্ছে। অতঃপর সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বব্যাপী নিরীহ মুসলমানদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। বাংলাদেশে একই পলিসি কাজ করছে। ফলে শান্ত এই দেশটিকে অশান্ত করার জন্য সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে বিভিন্নভাবে উস্কে দেওয়া হচ্ছে।

১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবর রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তিনদিন ব্যাপী 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন' উদ্বোধন করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, 'এযুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হ'ল তিনটি : কথা, কলম ও সংগঠন'। অতঃপর ১৯৯৮ সালের ২৫শে মে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে আমরা জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থা বিষয়ে সর্বপ্রথম জাতিকে সাবধান করি। বর্তমানে যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

উক্ত প্রেক্ষিতে সরকার ও জনগণের প্রতি আমাদের পরামর্শগুলি নিম্নরূপ।-

পরামর্শ সমূহ :

(১) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। **(২)** সংশ্লিষ্টদের চরমপন্থী আক্বীদা সংশোধনের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। **(৩)** দেশে সুশাসন কায়েম করতে হবে। **(৪)** গুম, খুন, অপহরণ ও নারী নির্যাতন সহ ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক সকল কার্যক্রম বন্ধের কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। নইলে সমাজের ধূমায়িত ক্ষোভ থেকে সন্ত্রাসবাদ জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। শেষের দু'টি সরকারের একক দায়িত্ব। প্রথম দু'টি সরকার এবং সমাজ সচেতন আলেম-ওলামা ও ইসলামী সংগঠনসমূহের দায়িত্ব। যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী আক্বীদা শিশু ও তরুণদের হৃদয়ে প্রোথিত হয়। সেই সাথে ব্যাপক প্রচার ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলা যায়। নিম্নে জিহাদ ও ক্বিতাল বিষয়ে চরমপন্থীদের বই-পত্রিকা ও ইন্টারনেট ভাষণ সমূহের জবাব দানের মাধ্যমে আমরা জনগণকে সতর্ক করতে চাই। যাতে তাদের মিথ্যা প্রচারে মানুষ পদস্খলিত না হয়। আমরা সকলের হেদায়াত কামনা করি। নিঃসন্দেহে হেদায়াতের মালিক আল্লাহ।

উপরে বর্ণিত চারটি পরামর্শের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চরমপন্থী আক্বীদা সংশোধনের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে প্রধানতঃ শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী দু'টি দল রয়েছে। যার কোনটাই ইসলামে কাম্য নয়। এদের বিপরীতে ইসলামের সঠিক আক্বীদা হ'ল মধ্যপন্থা। যা আল্লাহ পসন্দ করেন এবং প্রকৃত মুসলমানগণই যা লালন করে থাকেন। জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন করতে চাইলে এর বিশ্বাসগত ভ্রান্তির দিকটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। সেটা পরিষ্কার হ'লে আশা করি অনেকে ফিরে আসবে।

আক্বীদাগত ভ্রান্তি নিরসন :

ঈমানের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে তিনটি দল রয়েছে। খারেজী, মুরজিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছ। আহলেহাদীছের নিকট ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল, اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ– 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম হ'ল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা'। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। অতএব

Contents

জনগণের ঈমান যাতে সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরিবার, সমাজ ও সরকারকে সর্বদা সেই পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। নইলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লে সমাজ অকল্যাণে ভরে যাবে।

খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে অধিকাংশ চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও অন্যদের ঈমান সমান'। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে। এই বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণেই খারেজীপন্থী লোকেরা তাদের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' মনে করে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। বর্তমানে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের মূল উৎস এখানেই। স্বার্থবাদী লোকেরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই উস্কে দিচ্ছে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার পরিপন্থী। প্রায় সব দেশেই শৈথিল্যবাদী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। চরমপন্থীরা এই সুযোগটা গ্রহণ করে এবং মানুষকে নিজেদের দলে ভিড়ায়। আমরা শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী সকলকে ইসলামের চিরন্তন মধ্যপন্থী আক্বীদায় ফিরে আসার আহ্বান জানাই।

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা

চরমপন্থীরা সর্বদা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীছকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করে থাকে। যে সবের মাধ্যমে তারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' বলে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। তাদের প্রধান দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

(১) সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াত : যেখানে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ– 'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন করেনা, তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪; যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৩৬ পৃ.)*। এর পরে ৪৫ আয়াতে রয়েছে 'তারা যালেম' এবং ৪৭ আয়াতে রয়েছে, 'তারা ফাসেক'। একই অপরাধের তিন রকম পরিণতি : কাফের, যালেম ও ফাসেক। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করল, কিন্তু সে অনুযায়ী বিচার করল না সে যালেম ও ফাসেক। সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহির্ভূত নয়'।[১]

এতে বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি মনে ও মুখে আল্লাহ্‌র বিধানকে অস্বীকার করে ও সেমতে ফায়ছালা করে না, সে কাফের। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে, অথচ কাজে তা বাস্তবায়ন করে না বা করতে সক্ষম হয় না, সে ব্যক্তি প্রকৃত কাফের নয়। বরং গোনাহগার মুসলমান। কিন্তু চরমপন্থীরা তাদের প্রকৃত কাফের মনে করে ও তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে।

বিগত যুগে চরমপন্থী ভ্রান্ত ফের্কা খারেজীরা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে 'কাফের' আখ্যায়িত করে তাঁকে হত্যা করেছিল। কারণ তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করায় কবীরা গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে 'কাফের' বলেননি এবং তার রক্ত হালাল বলেননি। আজও ঐ ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীরা তাদের ধারণা মতে কবীরা গোনাহগার বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও সাধারণ মানুষকে কাফের গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খারেজীদেরকে 'জাহান্নামের কুকুর' বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩)*। মানাবী বলেন, এর কারণ হ'ল তারা ইবাদতে অগ্রগামী। কিন্তু অন্তরসমূহ বক্রতায় পূর্ণ। এরা মুসলমানদের কারু কোন কবীরা গোনাহ করতে দেখলে তাকে 'কাফের' বলে ও তার রক্ত হালাল জ্ঞান করে। যেহেতু এরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কুকুরের মত আগ্রাসী হয়, তাই তাদের কৃতকর্মের দরুণ জাহান্নামে প্রবেশকালে তারা কুকুরের মত আকৃতি লাভ করবে'।[২]

---

১. ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াত।

২. اَلْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ *ইবনু মাজাহ হা/১৭৩;* মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর শরহ ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৪) ৩/৫০৯ পৃঃ।

Contents

(২) সূরা হজ্জ ৩৯ আয়াত : আল্লাহ বলেন, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ– 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম' *(হজ্জ ২২/৩৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, হামলাকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের রাতে প্রথম অত্র আয়াতটি নাযিল হয় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এতে বলা হয়েছে যে, অত্যাচারিত না হ'লে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। অতএব এতে জঙ্গীদের কোন দলীল নেই।

(৩) সূরা তওবা ৫ আয়াত : আল্লাহ বলেন, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হ'লে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ'লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবা ৯/৫)*। আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে পূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এর ফলে মুশরিকদের জন্য হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরের বছর যাতে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র। কিন্তু তারা এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, 'যেখানেই পাও' এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর হারাম শরীফ ব্যতীত' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ৯২ পৃ.)*।[৩] তাহ'লে তো এরা ক্ষমতায় গেলে কোন অমুসলিম বা কবীরা গোনাহগার মুসলিম এদেশে বসবাস করতে পারবে না। বরং এদের দৃষ্টিতে তারা প্রত্যেকে হত্যাযোগ্য আসামী হবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুনাফিক, ইহূদী, নাছারা, কাফের সবধরনের নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।

---

৩. ভুয়া নাম-ঠিকানা দিয়ে ২২৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি মূলতঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর বিরুদ্ধে ২০১২ সালের আগষ্ট মোতাবেক ১৪৩৩ হিজরীর রামাযান মাসে ফ্রি বিতরণ করা হয় ও ইন্টারনেটে ছাড়া হয়। -প্রকাশক।

(৪) সূরা তওবা ২৯ আয়াত : আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ– ‘তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের মধ্যকার ঐসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) কবুল করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিনীত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে’ *(তওবা ৯/২৯)*। আয়াতটি ৯ম হিজরীতে রোমকদের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে নাযিল হয়। এটিও বিশেষ প্রেক্ষিতের নির্দেশনা। কিন্তু তারা এর ব্যাখ্যা করেছেন, ‘মদীনায় হিজরতের পরে আল্লাহ জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। পরে জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেন। নবী ও ছাহাবীগণ আল্লাহ্‌র উক্ত ফরয আদায়ের লক্ষ্যে আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়’ *(ঐ, ৯৪ পৃ.)*। ভাবখানা এই যে, তারা কেবল যুদ্ধই করেছেন। কোনরূপ দাওয়াতী কাজ করেননি। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর মাদানী জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকায় তাদের পদস্খলন ঘটেছে *(দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৬২৭-৩০ পৃ.)*।

(৫) উপরোক্ত আয়াতের পরেই তারা **একটি হাদীছ** এনেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ– ‘আমি লোকদের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এগুলি করবে, তখন আমার পক্ষ হ’তে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার আল্লাহ্‌র উপর রইল’।[৪] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ‘উক্বাতিলান্নাস’ অর্থাৎ ‘মানব সমাজের সাথে যুদ্ধ করার জন্য’।

৪. বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২২; মিশকাত হা/১২, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ’তে।

Contents

রাসূল (ছাঃ) যেহেতু শেষনবী, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে' *(ঐ, ৯৪ পৃ.)*।

অথচ এখানে উক্বাতিলান্নাস অর্থ أُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ 'যেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি'। যেমনটি আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে *(নাসাঈ হা/৩৯৬৬; ছহীহাহ হা/৪০৮)*। এখানে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। ছাহেবে মির'আত বলেন, এর দ্বারা কেউ কেউ কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ না করা পর্যন্ত এবং ছালাত ও যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় ত্রুটি রয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয় *(মির'আত)*। কারণ যুদ্ধকারী ব্যতীত কোন কাফেরের সাথে তিনি যুদ্ধ করেননি।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (যুদ্ধ করি) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করি) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা চোরাগুপ্তা ও সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করে থাকে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দিবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে বলা হয়েছে, ইসলামের হক অর্থাৎ ক্বিছাছ ইত্যাদি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِه، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِى ذِمَّتِه– 'যে ব্যক্তি আমাদের তরীকায় ছালাত আদায় করে, আমাদের কেবলাকে কেবলা বলে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে ব্যক্তি 'মুসলিম'। তার প্রতি (জান-মাল ও ইযযত রক্ষার জন্য) আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করোনা' *(বুখারী হা/৩৯১; মিশকাত হা/১৩)*। এতে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য ইসলামী আমলের মাধ্যমেই ব্যক্তি 'মুসলিম' সাব্যস্ত হবে।

Contents

অত্র হাদীছে শৈথিল্যবাদী মুরজিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলেন, ঈমানের জন্য কেবল স্বীকৃতিই যথেষ্ট। আমলের প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে বিদ‘আতীদের কাফের না বলারও দলীল রয়েছে *(মিরক্বাত, মির‘আত)*।

অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ’লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়?

চতুর্থতঃ এই হাদীছ রাসূল (ছাঃ) মদীনায় বলেছিলেন, যখন তিনি শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন এবং উম্মতের নবী ও শাসক ছিলেন। ক্বিতালপন্থীরা কি সেই অবস্থানে আছে? তারা যেটি করছে, সেটাতো স্রেফ সমাজে ‘ফাসাদ’ সৃষ্টি ব্যতীত কিছুই নয়। এতে ইসলামী দাওয়াতের পথ রুদ্ধ হচ্ছে। ফলে লাভবান হচ্ছে ইসলামের শত্রুরা। যাদের পরিকল্পনাই হ’ল মুসলমানকে দিয়ে মুসলমান খতম করা এবং ইসলামকে বদনাম করা।

পঞ্চমতঃ ‘মুক্বাতালাহ’ বা ‘উভয় পক্ষে যুদ্ধ’ সশস্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুই অর্থে হ’তে পারে। সশস্ত্র যুদ্ধ প্রয়োজনবোধে ও সাধ্য সাপেক্ষে মুসলমানদের সরকার করবেন। যেমন মাদানী জীবনে শাসক হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীন করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন এটা করতে পারে না। আর বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী বিদ্বানগণ করবেন। কারণ তারাই নবীগণের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। যাদের দায়িত্ব হ’ল বিশ্বের সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করা।[৫]

(৬) এরপর তারা ইমাম মাহদীর আগমন ও ঈসা (আঃ) কর্তৃক **দাজ্জাল নিধন সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ** এনেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে, কেবল জিহাদ ও ক্বিতালের মাধ্যমেই ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব। তাওহীদী দাওয়াতের মাধ্যমে নয়’ *(ঐ, ৯৫ পৃ.)*।

(৭) অতঃপর **আরেকটি হাদীছ** এনেছেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَــنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ–

---

৫. আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ)-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করে দেন। যদিও অংশীবাদীরা এটা পসন্দ করেনা’ (ছফ ৬১/৯); রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ‘তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা’ (আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; মিশকাত হা/৩৮২১, হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে)।

Contents

‘নিশ্চয়ই এই দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত এর জন্য লড়াই করবে’।[৬] তারা এর অনুবাদ করেছেন, ‘মুসলমানদের একদল কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বীনের জন্য যুদ্ধে রত থাকবে’ *(ঐ, ৯৯ পৃ.)*। প্রশ্ন হ’ল, ঈসা (আঃ) কর্তৃক দাজ্জাল নিধনের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় মুসলমানরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকবে? তারা কি তাহ’লে সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে হত্যা করবে? মাথাব্যথা হ’লে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে? নাকি মাথাব্যথার ঔষধ দিতে হবে?

অথচ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এসেছে একই অনুচ্ছেদের অন্য হাদীছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَـــذَلِكَ- ‘চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে’ *(মুসলিম হা/১৯২০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ ‘যারা তাদের সাথে শত্রুতা করবে, তারা তাদের উপরে বিজয়ী থাকবে’ *(মুসলিম হা/১০৩৭ (১৭৫)*। যার ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী বলেন, তারা হ’ল শরী‘আত অভিজ্ঞ আলেমগণ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ’লে আমি জানি না তারা কারা? *(শরহ নববী)*। এখানে লড়াই অর্থ আদর্শিক লড়াই ও ক্ষেত্র বিশেষে সশস্ত্র লড়াই দুইই হ’তে পারে। কেবলমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধ নয়। বস্তুতঃ এই চরমপন্থী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘খারেজীদের মধ্য থেকেই দাজ্জাল বের হবে’।[৭]

(৮) সূরা নিসা ৬৫ আয়াত : আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا- ‘তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে

---

৬. মুসলিম হা/১৯২২; মিশকাত হা/৩৮০১, হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ’তে।

৭. حَتَّى يَخْرُجَ فِى عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; ছহীহাহ হা/২৪৫৫।

তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন 'তাগূতের অনুসারী ঐসব লোকেরা 'ঈমানের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যত দাবীই করুক না কেন'।[৮]

অথচ এখানে لاَ يُؤْمِنُونَ 'তারা মুমিন হ'তে পারবে না'-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল, لاَ يَسْتَكْمِلُوْنَ الْإِيْمَانَ 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না' *(ফাৎহুল বারী হা/২৩৫৯-এর ব্যাখ্যা)*। কারণ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল দু'জন ছাহাবীর পরস্পরের জমিতে পানি সেচ নিয়ে ঝগড়া মিটানোর উদ্দেশ্যে।[৯] দু'জনেই ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। অতএব তাদের কাউকে মুনাফিক বা কাফির বলার উপায় নেই। কিন্তু খারেজী ও শী'আপন্থী মুফাসসিরগণ তাদের 'কাফের' বলায় প্রশান্তি বোধ করে থাকেন। তারা এর দ্বারা সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' সাব্যস্ত করেছেন। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৪৫ পৃ.)*।

অথচ তারা আরবীয় বাকরীতি এবং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করেননি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ– 'আল্লাহ্‌র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় (৩ বার), যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকারিতা হ'তে নিরাপদ নয়'।[১০] এখানে 'মুমিন নয়' অর্থ পূর্ণ মুমিন নয়।

তারা বলেছেন, 'সে কালের মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরেও মূর্তিপূজার অপরাধে তাদের জান-মালকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছিল। তদ্রূপ বাংলার শাসকবর্গ ঈমান আনয়নের পর মূর্তি ও দেবতা পূজায় লিপ্ত হওয়ার জন্য মুশরিকে পরিণত হয়ে 'মুরতাদ' হয়েছে। তাদের জান ও মাল মুসলিমের জন্য হালাল' *(ঐ, ১৫১ পৃ.)*। অথচ মক্কার মুশরিকরা ইসলাম কবুল করেনি। কিন্তু এদেশের শাসকরা ইসলাম কবুল করেছেন।

---

৮. সাইয়িদ কুতুব (মিসর : ১৯০৬-১৯৬৬), তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ২/৮৯৫; জিহাদ ও ক্বিতাল ৬৭ পৃ.।

৯. বুখারী হা/২৩৫৯; মুসলিম হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/২৯৯৩, 'উরওয়াহ বিন যুবায়ের (রাঃ) হ'তে।

১০. বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

(৯) সূরা তওবা ৩১ আয়াত : আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ– 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম-পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে তারা বলেছেন, 'এরা মুশরিক এবং তা ঐ শিরক, যা তাদেরকে মুমিনদের গণ্ডী থেকে বের করে কাফিরদের গণ্ডীতে প্রবেশ করাবে'।[১১] অথচ এর ব্যাখ্যায় প্রায় সকল মুফাসসির বলেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রকৃত 'রব' ভাবত না। বরং তাদের অন্যায় আদেশ-নিষেধসমূহ মান্য করত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَابًا– وقال الضحاك يعني: سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ– 'ইহূদী-নাছারাদের ধর্মনেতা ও সমাজনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহপাক ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন' *(ইবনু জারীর, তাফসীর তওবা ৩১ আয়াত)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি কেউ আক্বীদাগত ভাবে হারামকে হালাল করায় বিশ্বাসী হয়, তবে সে কাফের হবে। কিন্তু যদি আক্বীদাগতভাবে এতে বিশ্বাসী না হয়। কিন্তু গোনাহের আনুগত্য করে, তবে সে কবীরা গোনাহগার হবে। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীছে বহু গোনাহের ক্ষেত্রে এরূপ কুফর ও শিরকের শব্দ বর্ণিত হয়েছে' *(ঐ, আল-ঈমান ৬৭, ৬৯ পৃ.)*। বস্তুতঃ এটাই হ'ল সঠিক ব্যাখ্যা। যা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের নিকটে গৃহীত।

---

১১. সাইয়িদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, তাফসীর সূরা তওবাহ ৩১ আয়াত ৩/১৬৪২ পৃ.।

Contents

(১০) সূরা শূরা ২১ আয়াত : আল্লাহ বলেন, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের কিছু বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ক্বিয়ামতের দিন তাদের বিষয়ে ফায়ছালার সিদ্ধান্ত না থাকলে এখুনি তাদের নিষ্পত্তি হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২/২১)*। উক্ত আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। যার কোন শরীক নেই। এক্ষণে যদি কেউ তাতে ভাগ বসায় এবং নিজেরা আইন রচনা করে, তাহ'লে সে মুশরিক হবে। শিরকের উক্ত প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ *(ঐ)*।[১২] ফলে যেসব মুসলিম সরকার কোন একটি আইনও রচনা করেছে, যা আল্লাহ্‌র আইনের অনুকূলে নয়, তাদেরকে তারা মুশরিক ও মুরতাদ ধারণা করেছেন এবং তাদেরকে হত্যা করা সিদ্ধ মনে করেছেন। অথচ পূর্বের আয়াতগুলির ন্যায় এ আয়াতের অর্থ হ'ল, তারা প্রকৃত মুশরিক নয়, বরং কবীরা গোনাহগার।

(১১) সূরা আন'আম ১২১ আয়াত : আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ– 'যে সব পশু যবেহকালে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। নিশ্চয়ই সেটি ফাসেকী কাজ। শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের মনে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। এক্ষণে যদি তোমরা তাদের আনুগত্য

---

১২. যেমন শূরা ২১ আয়াতের তাফসীরে সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (ভারত ও পরে পাকিস্তান : ১৯০৩-১৯৭৯) বলেন, اُس آیت میں شُرَکاءُ سے مراد.. وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نذر ونیاز چڑھاتے ہیں.. بلکہ لا محالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھیرالیا ہے... 'অত্র আয়াতে 'শরীকগণ' অর্থ ঐসব শরীক নয়, যাদের কাছে মানুষ প্রার্থনা করে ও নযর-নিয়ায প্রদান করে।.. বরং নিঃসন্দেহে এর অর্থ হ'ল ঐসকল মানুষ, যাদেরকে লোকেরা হুকুম দানের ক্ষেত্রে শরীক নির্ধারণ করেছে'... *(তাফহীমুল কুরআন)*। বস্তুতঃ এরূপ হুকুম দানের মাধ্যমে একজন মুসলিম শাসক কবীরা গোনাহগার হবেন। কিন্তু ইসলাম থেকে খারিজ বা কাফের হবেন না। -লেখক।

কর, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*। এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রকাশ্য অর্থে মুশরিক ও কাফির অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভুল। বরং প্রকৃত অর্থ হবে, যদি সে যবহকালে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম নিতে অস্বীকার করে, তাহ'লে সে মুশরিক হবে। নইলে সেটি ফাসেকী তথা পাপের কাজ হবে। সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হবে না' *(কুরতুবী)*।

(১২) সূরা শূরা ১৩ আয়াত : আল্লাহ বলেন, ...أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْــهِ...– '...তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান কর, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়...' *(শূরা ৪২/১৩)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত 'আক্বীমুদ্দীন' অর্থ 'তোমরা তাওহীদ কায়েম কর'। নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ একই নির্দেশ দিয়েছিলেন। সকল মুফাসসির এই অর্থই করেছেন। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُــوا الطَّــاغُوتَ– 'নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং ত্বাগূতকে বর্জন করো' *(নাহল ১৬/৩৬)*। 'ত্বাগূত' অর্থ শয়তান, মূর্তি, ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বানকারী ইত্যাদি *(কুরতুবী)*। এখানে 'আল্লাহ্র ইবাদত' বলে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব তথা 'তাওহীদে ইবাদত' বুঝানো হয়েছে। কিন্তু খারেজীপন্থী লেখকগণ 'তোমরা দ্বীন কায়েম কর'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'তোমরা হুকূমত কায়েম করো'।[১৩] অর্থাৎ নবীগণ সবাই হুকূমত দখলের রাজনীতি করেছেন, তোমরাও সেটা কর। বস্তুতঃ এটি নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

(১৩) সূরা হাদীদ ২৫ আয়াত : আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُــلَهُ بِالْغَيْــبِ إِنَّ اللهَ قَــوِيٌّ عَزِيزٌ– 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড। যাতে মানুষ

১৩. আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্ববাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৮৭) ৩২০ পৃ.।

Contents

ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমরা লৌহ নাযিল করেছি যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন কে তাকে ও তার রাসূলদেরকে না দেখেও সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী' *(হাদীদ ৫৭/২৫)*।

খারেজীপন্থী মুফাসসিরগণ এখানে 'লৌহ' অর্থ করেছেন 'Authority' বা 'শাসনশক্তি'। তারা বলেছেন, এখানে 'লোহা' মানে শাসন ক্ষমতা। শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়'। তাদের মতে 'ইনসাফ কায়েম করার জন্য শাসনশক্তি হস্তগত করে আল্লাহ্র কিতাবকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এ কাজটিই সব ফরযের বড় ফরয। প্রধান ফরযটি কায়েম করা হ'লে আল্লাহ্র অন্য সকল ফরযই সহজে কায়েম হ'তে পারে। আসল ফরযটি কায়েম না থাকায় আর কোন ফরযই বাস্তবে ফরযের পজিশনে নেই। নামায-রোযা সমাজে ফরযের মর্যাদায় নেই। মুবাহ অবস্থায় আছে- যার ইচ্ছা নামায-রোযা করে। দীন বিজয়ী থাকলে নামায-রোযা ফরয হিসেবে কার্যকর থাকত'।[১৪]

এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী খেলাফত কায়েম না থাকায় তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য এখন ছালাত-ছিয়াম ফরয নয়, বরং 'মুবাহ' পর্যায়ে রয়েছে। যা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই। কি মারাত্মক ভ্রান্তি! অথচ এদেশের সব মুসলমানই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হিসাবেই আদায় করে থাকেন, 'মুবাহ' হিসাবে নয়।

এর পক্ষে তারা একটি হাদীছেরও অপব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ– 'নিশ্চয়ই বনু ইস্রাঈলদের পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখন একজন নবী মারা যেতেন, তখন তার স্থলে আরেকজন নবী আসতেন'।[১৫] এখানে এর অর্থ তারা করেছেন 'বানী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন'।... 'যখনই একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন'। অতঃপর তারা বলেন, এর দ্বারা প্রমাণ হলো: বানী ইসরাঈলদেরকে অবিরামভাবে অসংখ্য নবী শাসন

১৪. অধ্যাপক গোলাম আযম (কুমিল্লা পরে ঢাকা, ১৯২২-২০১৪ খৃ.), রসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? সূরা হাদীদ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা সহ 'এ বইটির উদ্দেশ্য' শিরোনামে লিখিত। পুস্তিকাটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। প্রকাশকাল : ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

১৫. বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

পরিচালনা করতেন। যখনই কোন নবী মৃত্যুবরণ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।[১৬]

অতঃপর আমাদের লিখিত ‘দাঊদ ও সোলায়মান ব্যতীত কোন নবীই সিয়াসাতে মুল্‌কীর অধিকারী ছিলেন না’।[১৭] ‘নবীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না এবং তা পাবার জন্য লড়াইও করেননি’।[১৮] ‘নবী-রাসূলগণ তাদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি’।[১৯] এগুলির জবাবে তারা বলেন, ‘কিন্তু বাস্তব এই যে, নবী রসূলগণ তাদের যুগের প্রতিষ্ঠিত তাগুতী শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোন কোন নবী-রসূল তাগুত শাসকদেরকে উৎখাত করে নিজে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আল্লাহ্‌র বিধান জারী করেছিলেন। আবার কেহ কেহ উৎখাত করতে না পারলেও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আজীবন সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে গেছেন’।[২০]

অথচ তাদের এই দাবী কুরআন-হাদীছ বিরোধী, যুক্তি বিরোধী ও ইতিহাস বিরোধী। পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-কে তাঁর কওমের নেতারা বলেছিল, مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ‘এ ব্যক্তি তোমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়...’ *(মুমিনূন ২৩/২৪)*।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও তাঁর কওমের নেতারা বলেছিল, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ- وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ- ‘সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন উপাস্যকে সাব্যস্ত করে? নিশ্চয়ই এটি এক বিস্ময়কর বস্তু’। ‘তাদের নেতারা একথা বলে চলে যায় যে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই (মুহাম্মাদের) এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত’ *(ছোয়াদ ৩৮/৫-৬)*।

---

১৬. যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৬৬ পৃ.।
১৭. লেখক প্রণীত আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) ৩৬৫ পৃ.।
১৮. লেখক প্রণীত ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ১ম সংস্করণ (মার্চ ২০০৪) ১৩ পৃ.; ২য় সংস্করণ (সেপ্টেম্বর ২০১৬) ১৮ পৃ.।
১৯. লেখক প্রণীত সমাজ বিপ্লবের ধারা (২য় সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৪ পৃ. ১৬; ৪র্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬ পৃ. ১৭)।
২০. যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৬৫, ১৬৭ পৃ.।

বিশ্বের প্রথম রাসূল ও শেষ রাসূলের যামানার মুশরিক নেতাদের ন্যায় আখেরী যামানার এইসব কথিত ইসলামী নেতারাও স্ব স্ব দেশের আপোষহীন তাওহীদী দাওয়াতকে ক্ষমতা দখলের দূরভিসন্ধি বলে অপবাদ দিয়ে থাকেন ও তাদের উপর নির্যাতন করে থাকেন।

তারা বলেছেন, শাসনক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা কিতাব ও মীযানের সাথে শাসনক্ষমতাও নাযিল করেছেন।... শাসনক্ষমতা যদি সৎলোকের হাতে থাকে, তাহলে মানুষ বহু কল্যাণ লাভ করে’।[২১]

শাসন ক্ষমতা নিঃসন্দেহে মানবাধিকার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এটাই প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম নয়। বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণ কেউই শাসনক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করেননি। বরং তাঁরা হিকমত ও নছীহতের মাধ্যমেই সমাজ সংশোধন করেছেন। আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, হামযা কেউই অস্ত্রের ভয়ে বা শাসনশক্তির ভয়ে মুসলমান হননি। যুগে যুগে এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারাই চরমপন্থী দর্শনের মূল উৎস। আর এটাই হ’ল সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি।

এ ধরনের খারেজীপন্থী তাফসীর বহু দ্বীনদার তরুণ ও যুবকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে। তারা অবলীলাক্রমে মুসলিম সরকার ও সমাজকে কাফের ভাবছে ও তাদেরকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়ার মধ্যে জান্নাত তালাশ করছে। অথচ অন্তর থেকে কালেমা শাহাদাত পাঠকারী কোন মুমিন কবীরা গোনাহের কারণে কাফের হয় না এবং ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। এটিই হ’ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত আহলেহাদীছের সর্বসম্মত আক্বীদা *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ‘জিহাদ ও ক্বিতাল’ বই ৬২-৬৩ পৃ.)*।

(১৪) ছহীহ বুখারী ৩৭০১ নং হাদীছ : তাদের মতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র জিহাদই একমাত্র পথ। প্রমাণ হিসাবে তারা বলেন, খায়বর যুদ্ধের ঝাণ্ডা হাতে পাওয়ার পর আলী (রাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয়, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব’। নবী (ছাঃ) বললেন, انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ ‘তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে’। অতঃপর তারা

২১. অধ্যাপক গোলাম আযম, রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? ১৩ পৃ.।

বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নির্দেশ এ বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, কিতাল তথা যুদ্ধই একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ এবং কিতালের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে কাফিরদের দাওয়াত দেয়া একটি অংশ মাত্র’ *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১০১-০২ পৃ.)*।

অথচ عَلَى رِسْلِكَ-এর অর্থ হ’ল عَلَى هَيْنَتِكَ ‘তুমি ধীরে-সুস্থে চল’ *(ফাৎহুল বারী হা/৩৯৭৩)*। এর অর্থ ‘তোমার নীতি অনুসরণ করে চল’ নয়। কেননা ইসলামের নীতির বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা সিদ্ধ নয়। আর সে নীতি হ’ল হামলার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। যা উক্ত হাদীছের শেষে বলা হয়েছে। حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْــلاَمِ ‘যতক্ষণ না তুমি তাদের এলাকায় অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও’...। কেননা فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَــكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ الــنَّعَمِ ‘আল্লাহ্‌র কসম! তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজন লোককেও সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চাইতে উত্তম হবে’ *(বুখারী হা/৩৭০১)*।

কে না জানে যে, যুদ্ধ জয়ের পর ইহূদীদেরকে যবরদস্তি মুসলমান করা হয়নি। বরং খায়বরের দখলকৃত জমি সমূহ অর্ধেক ফসলে বর্গা চাষের বিনিময়ে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় *(দ্রঃ লেখক প্রণীত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৯৫ পৃ.)*।

(১৫) ছহীহ বুখারী ৪১৯৬ নং হাদীছ : তারা আত্মঘাতী হামলা জায়েয মনে করেন। অথচ আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না’ *(নিসা ৪/২৯)*। জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে তীব্র যন্ত্রণায় কাতর জনৈক সৈনিক আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে ‘জাহান্নামী’ বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা তার শেষ আমলটি ছিল জাহান্নামীদের আমল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُــلِ الْفَــاجِرِ ‘আল্লাহ অবশ্যই ফাসেক-ফাজেরদের মাধ্যমে এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন’।[২২]

---

২২. বুখারী হা/৩০৬২, ৪২০২; মিশকাত হা/৫৮৯২, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

Contents

তারা আত্মঘাতী হামলাকে ফেদায়ী হামলা বলেছেন। আর এর প্রমাণ হিসাবে খায়বর যুদ্ধে শহীদ আমের ইবনুল আকওয়া‘ (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা পেশ করেছেন। যিনি শত্রুকে মারতে গিয়ে তরবারী ছোট থাকায় তা ফিরে এসে নিজের হাঁটুতে লাগে। পরে সেই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। এতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবে।[২৩] অথচ ভুলক্রমে নিজের আঘাতে মৃত্যু এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মঘাতী হওয়া কখনো এক নয়।

অনুরূপভাবে শাহাদাতের আকাংখায় যুদ্ধে যোগদানকারী শহীদ ছাহাবীগণকে তারা আত্মঘাতী হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।[২৪] অথচ শাহাদাতের আকাংখাতেই জিহাদ করতে হয় এবং জিহাদরত অবস্থায় প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হ’লে তাকে ‘শহীদ’ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ‘যে মুসলমান ...তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ..’।[২৫] কিন্তু শান্ত অবস্থায় সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে আত্মঘাতী হওয়ার নাম ‘শহীদ’ হওয়া নয়। আর শত্রুর হাতে শহীদ হওয়া আর নিজে আত্মঘাতী হওয়া কখনো এক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারবার শহীদ হ’তে চেয়েছিলেন, এর উচ্চ মর্যাদার কারণে।[২৬] তিনি যুদ্ধ করেছেন, ওহোদের যুদ্ধে আহত হয়েছেন। কিন্তু আত্মঘাতী হননি।

তারা সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত দিয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ‘তোমাদের উপর ক্বিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) ফরজ করে দেয়া হয়েছে, অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়’ *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*। এর অর্থ হামলাকারী সশস্ত্র শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল ফরয। সাধারণ অবস্থায় নয়। আর ক্বিতালের জন্যই তো সেনাবাহিনী লালন করা হয়। প্রত্যেকেই ক্বিতাল শুরু করলে তো ঘরে ঘরে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। তখন কে কার উপরে ইসলাম কায়েম করবে?

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, জনৈক সেনাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার সেনাদলকে আগুনে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন একদল তাতে প্রবেশ করার

---

২৩. বুখারী হা/৪১৯৬; যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ২১৫ পৃ.।

২৪. যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৯৮-২১৫ পৃ.।

২৫. আবুদাঊদ হা/৪৭৭২; তিরমিযী হা/১৪২১; নাসাঈ হা/৪০৯৫; মিশকাত হা/৩৫২৯, সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে।

২৬. বুখারী হা/৩৬; মুসলিম হা/১৮৭৬; মিশকাত হা/৩৭৯০ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

Contents

সংকল্প করল। অপর দল একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলল, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসেছিলাম'। তখন সেনাপতির রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও আগুন নিভে যায়। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বলা হ'লে তিনি বলেন, لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহ'লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকত'। তিনি আরও বলেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় কর্মে'।[২৭] এতে বুঝা যায় যে, আমীর নির্দেশ দিলেও আত্মঘাতী হওয়া জায়েয নয়।

(১৬) সূরা তওবা ৭৩ আয়াত : আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর ওটা হ'ল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(তওবা ৯/৭৩)*। চরমপন্থীদের যুক্তি 'রহেগী মাক্ষী উসতাক, যাবতাক রহেগী নাজাসাত' ('মাছি অতক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ দুর্গন্ধ থাকবে')। অর্থাৎ দেশে তাদের দৃষ্টিতে কাফের-মুনাফিক যতদিন আছে, ততদিন দুর্নীতি থাকবে। অতএব তাদের সবাইকে খতম করলেই কেবল ইসলাম কায়েম হবে এবং দেশে শান্তি আসবে। অথচ শয়তান যেহেতু আছে, দুর্গন্ধ থাকবেই, মাছিও থাকবে *(দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' ৪৫ পৃ.)*। আর এর মাধ্যমেই বান্দার ভাল-মন্দ পরীক্ষা হবে।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন তরবারি দ্বারা। আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ স্বীয় রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন চারটি তরবারি দ্বারা। ১. মুশরিকদের বিরুদ্ধে *(তওবা ৫)*। ২. আহলে কিতাবের কাফেরদের বিরুদ্ধে *(তওবা ২৯)*। ৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে *(তওবা ৭৩ ও তাহরীম ৯)* এবং ৪. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে *(হুজুরাত ৯)*, যখন তারা মুনাফেকী প্রকাশ করে দেয় ও

---

২৭. মুসলিম হা/১৮৪০; বুখারী হা/৭১৪৫, ৭২৫৭; যাদুল মা'আদ ৩/৪৫০-৫১; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৫৮২ পৃ.।

Contents

তরবারি নিয়ে যুদ্ধে রত হয়’। ইবনু জারীর এটাকেই পসন্দ করেছেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর তওবা ৭৩ আয়াত)*।

মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল’। ইবনুল ‘আরাবী বলেন, যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার বিষয়টি হ’ল স্থায়ী জিহাদ’।[২৮] আধুনিক যুগে যবান, কলম ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম একই গুরুত্ব বহন করে। বরং কলমই হ’ল স্থায়ী জিহাদ।

বস্তুতঃ কাফের ও মুনাফিকদের বড় শাস্তি হ’ল জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ‘আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে লা‘নত করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি *(তওবা ৯/৬৮)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন’ *(নিসা ৪/১৪০)*। তিনি বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না’ *(নিসা ৪/১৪৫)*।

(১৭) সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত : আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا– ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে‘মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’... *(মায়েদাহ ৫/৩)*। বিদায় হজ্জের দিন সন্ধ্যায় অত্র আয়াত নাযিল হয়। অতএব ইসলাম যেহেতু সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণতা পেয়েছে, সেহেতু আমাদেরকে সর্বদা সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে’ *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ৯৪ পৃ.)*।

---

২৮. কুরতুবী, সূরা তওবা ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ৮/১৮৭ পৃ.।

Contents

অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ জীবনই মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়, কেবলমাত্র তাঁর শেষ জীবনের আমলটুকু নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১, মাদানী সূরা)*।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর নীতিতে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে আমাদেরও সেটাই কর্তব্য *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

****

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াতী নীতি

(ক) মাক্কী জীবনে : আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ– 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। তিনি বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ– 'ঐ ব্যক্তির চাইতে সুন্দর কথা কার আছে, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকে ও সৎকর্ম করে এবং বলে যে, আমি অবশ্যই আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*।

(খ) মাদানী জীবনে : আল্লাহ বলেন, لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ– 'বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন

ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(আলে ইমরান ৩/১৬৪; জুম'আ ৬২/২)*।

বস্তুতঃ মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াতের তরীকা ছিল একই। সেটি ছিল মানুষকে প্রজ্ঞার সাথে আল্লাহ্র পথে ডাকা। আর সশস্ত্র শত্রুদের মুকাবিলার জন্যই তিনি যুদ্ধ করেছেন মাত্র আল্লাহ্র হুকুমে। এ যুগেও যেকোন মুসলিম সরকার ইসলামের স্বার্থে সেটি করতে বাধ্য। না করলে তারা খেয়ানতকারী ও মহাপাপী হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিবেন'।[২৯]

****

মুসলমানকে কাফের গণ্য করার ফল

যে ব্যক্তি খালেছ অন্তরে ৬টি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে ব্যক্তি মুমিন। আর সেগুলি হ'ল, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস' *(নিসা ৪/১৩৬; ক্বামার ৫৪/৪৯; মিশকাত হা/২)*।

এক্ষণে এরূপ বিশ্বাসী কোন মুমিনের দৈনন্দিন আমলে কোন ত্রুটি থাকলে তাকে গোনাহগার বলা যেতে পারে। সেজন্য তিনি ক্ষমা চাইবেন ও কবীরা গোনাহ করলে তওবা করবেন। কিন্তু উক্ত কারণে যদি তাকে কাফের ও মুরতাদ ধারণা করা হয় এবং তার রক্ত ও সম্পদ হালাল গণ্য করা হয়, তাহ'লে মুসলিম উম্মাহ্র ঘরে-ঘরে বিপর্যয় নেমে আসবে।

যেমন বাপকে 'কাফের' গণ্য করা হ'লে মায়ের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি তার জন্য পিতার রক্ত হালাল হবে। একই অবস্থা হবে ভাই ভাইয়ের ক্ষেত্রে, স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে। আর যদি এটা কোন সরকারের বিরুদ্ধে হয়, তাহ'লে সেটা আরও কঠিন হবে

---

২৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِه إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْـــهِ الْجَنَّـــةَ 'আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে লোকদের উপর নেতৃত্বে আসীন করেন, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে অধীনস্তদের উপর খেয়ানতকারী অবস্থায়, তাহ'লে আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন' *(মুসলিম হা/১৪২; বুখারী হা/৭১৫১; মিশকাত হা/৩৬৮৬, মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে)*।

Contents

এবং সারা দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। নিরপরাধ নারী-শিশু ও সাধারণ নির্দোষ মানুষ সরকারী জেল-যুলুম ও নির্যাতনের অসহায় শিকারে পরিণত হবে, যা আজকাল বিভিন্ন দেশে হচ্ছে।

কিছু লোক বোমা মেরে দ্বীন কায়েম করতে চায়। তারা অমুসলিমের চাইতে মুসলিম নেতাদের হত্যা করাকে বেশী অগ্রাধিকার দেয়। তবে মুমিন-কাফির যেই-ই হৌক নিরস্ত্র ও নিরপরাধ কোন মানুষকে হত্যা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামী আদালত বা দায়িত্বশীল বৈধ কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যাযোগ্য আসামী সাব্যস্ত করতে পারে না। অথচ স্বেচ্ছাচারী কিছু চরমপন্থীর জন্য আজ নির্দোষ মুসলিম নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে নিজ দেশে ও প্রবাসে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন।

মানুষ হত্যার পরিণাম

আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ‘যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে’ *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا ‘যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, একজন মুমিনকে হত্যা করা অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়া লয় হয়ে যাওয়ার চাইতে অধিক ভয়ংকর’ *(নাসাঈ হা/৩৯৮৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৩৬১)*।

এর অর্থ এটা নয় যে, কাফেরকে হত্যা করায় নেকী আছে। সেটা হ’লে রাসূল (ছাঃ) শীর্ষ কাফের নেতা আবু সুফিয়ানকে মক্কা বিজয়ের আগের রাতে নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়ার পরেও তাকে কে ন হত্যা করেননি? বরং তিনি তাকে মুসলিম হওয়ার সুযোগ দেন। পরদিন মক্কা বিজয়ের পর প্রদত্ত ভাষণে তিনি সকল কাফির-মুশরিককে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং রক্তপাতকে স্থায়ীভাবে হারাম করে দেন।[৩০] ফলে সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়।

৩০. লেখক প্রণীত জিহাদ ও ক্বিতাল (২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩) ৪৫-৪৬ পৃ.; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২০১৬ খৃ. ৫২৯-৩১ পৃ.।

Contents

উপসংহার

পরিশেষে বলব, ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোখার জন্য বিদেশী আধিপত্যবাদীদের চক্রান্তে ও তাদের অস্ত্র ব্যবসা প্রসারের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এবং তাদেরই এজেন্টদের মাধ্যমে এটি সর্বত্র লালিত হচ্ছে। অতএব সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও আল্লাহভীরু জনগণ ও সৎসাহসী প্রশাসনের পক্ষেই কেবল এই অপতৎপরতা হ'তে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব। সেই সাথে সরকারের উচিত দেশে সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং সমাজ সচেতন আলেম-ওলামা ও ইসলামী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করা। যাতে তরুণ বংশধরগণকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনা যায়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلي ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

⊕⊕⊕⊕⊕

এই সঙ্গে পাঠ করুন-

লেখক প্রণীত বই (১) ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি (মার্চ ২০০৪; সেপ্টেম্বর ২০১৬)। (২) জিহাদ ও ক্বিতাল (২০১৩ খৃ.)। (৩) ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রণীত বই 'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' (২০১০ খৃ.)। (৪) জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা (২০১৬ খৃ.)। (৫) প্রচারপত্র সমূহ : (ক) যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন! (খ) আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয়'।

প্রাপ্তিস্থান : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী এবং এর শাখা সমূহ। ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, মাজেদ সরদার লেন, ২২০ বংশাল (২য় তলা) ফোন : ০২-৯৫৬৮২৮৯ মোবা : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

*****

সংগঠনের মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ফৎওয়া সমূহ

(১) আগস্ট ২০০০ প্রশ্নোত্তর (২৪/৩২৪) : বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে। যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি?

উত্তর : সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না কথাটি ঠিক নয়। কারণ ইসলাম কায়েমের মূল মাধ্যম হচ্ছে 'দাওয়াত'। যার দায়িত্ব সকল নবী পালন করেছেন। আমাদের নবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বৎসর মক্কায় স্রেফ দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মাদানী জীবনে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি পান। যা কেবল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। যা ছিল প্রতিরক্ষামূলক কিংবা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে। কোন পাপী মুসলমান বা মুনাফিকের বিরুদ্ধে তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না। বরং মৌখিক কালেমার দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করতেন।... অতএব 'বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। ... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা-কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না'।

(২) ফেব্রুয়ারী ২০১৩ প্রশ্নোত্তর (৪০/২০০) : সম্প্রতি 'যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা' নামে সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে বাজারে বই ছাড়া হয়েছে। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই যেখানে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের বিপক্ষে বক্তব্য রয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করে আপনাদেরকে এ যুগের শয়তান, ইহূদীদের এজেন্ট ইত্যাদি বলা হয়েছে। অমনিভাবে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে জনৈক তরুণ মুফতীর (জসীমুদ্দীন রহমানী) গরম গরম বক্তৃতায় ও লেখনীতে উৎসাহিত হয়ে অনেক আহলেহাদীছ তরুণ ঐ দলে ভিড়ে যাচ্ছে। তারা বলছে আপনারা ছহীহ হাদীছ মানেন ঠিক আছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন না। অনেকে বলছে, আপনাদের আক্বীদা ভাল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আপনাদের কোন পদক্ষেপ নেই। এ বিষয়ে আপনাদের জবাব কি?

Contents

উত্তর : ভুয়া নাম-ঠিকানা সম্বলিত সুদৃশ্য মলাটে মোড়ানো ২২৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি সম্প্রতি আমাদের কাছে এসেছে। পুরো বইটিতে যে প্রচণ্ড হিংসা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো হয়েছে, তাতে পরিচয়হীন এই লেখকের অসৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কার। যদিও তার লেখনীর মধ্যেই তার দাবীর বিরুদ্ধে জওয়াব বিদ্যমান। যেমন তিনি সূরা তওবা ৫ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠের যেখানে মুশরিকদের পাও, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর' হারাম শরীফ ব্যতীত' *(পৃঃ ৯২)*। অতঃপর তিনি হাদীছ পেশ করে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই...'। তিনি যেহেতু শেষনবী, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে'। এরপর তিনি উপসংহার টেনে বলেছেন, আমরা উপরের কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রথমে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেন। এই ফরয আদায়ের জন্য তিনি ও সাহাবাগণ আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় *(পৃঃ ৯৪)*। অর্থাৎ লেখকের দাবী মতে, এখন দেশের যেখানেই মুশরিক পাবে, সেখানেই তাকে হত্যা করবে এবং এখুনি সেটা করতে হবে। আমরা যেহেতু সেটা করছি না, সেহেতু আমরা 'শয়তান' এবং 'ইহূদীদের এজেন্ট'। বস্তুতঃ সংস্কারমুখী আন্দোলনের কারণে ১৯৭৮ সাল থেকেই আমাদের নেতৃবৃন্দ ঘরে-বাইরে এরূপ গালি খেয়ে আসছেন। যেহেতু আমরা এগুলি নই, তাই হাদীছ অনুযায়ী এগুলি অপবাদ দানকারীদের উপরেই বর্তাবে *(মুসলিম হা/৬০)*। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর ভাষায় 'এসবই আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধাগ্নি ও হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়' *(কিতাবুল গুনিয়াহ ১/৯০)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (যুদ্ধ করি) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করি) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা বোমাবাজির মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করতে চাচ্ছে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দেবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে,

Contents

আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়?

...মূলতঃ জিহাদের নামে এই সকল অতি উৎসাহী মুফতীরা যেসব অর্থহীন হম্বি-তম্বি করে থাকেন, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই শ্রেণীর বায়বীয় আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করছে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্র ও তাদের দোসররা। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের পূর্বে আমাদের প্রকাশিত 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ভুয়া নাম-ঠিকানাধারী জনৈক লেখক সশস্ত্র জিহাদ ও ক্বিতালের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে বই লিখে আমাদের মারকাযে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান তৎপরতা তারই ধারাবাহিকতা হওয়াটা বিচিত্র নয়।

জেনে রাখা উচিৎ যে, মানুষ হত্যা করা ইসলামের মিশন নয়। কোন নবী মানবহত্যার দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানবজাতিকে দুনিয়াবী কল্যাণের পথ দেখানো ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রদর্শনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তারা অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন মূলতঃ আত্মরক্ষার জন্য এবং অন্যায়কে প্রতিরোধের জন্য। মুশরিকদের হত্যা করাই যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কেন মদীনায় গিয়ে ইহূদীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করলেন? কেন ইহূদী বালককে তাঁর বাড়ীতে গোলাম হিসাবে রাখলেন? এমনকি মৃত্যুকালেও খাদ্যের বিনিময়ে জনৈক ইহূদীর কাছে তাঁর বর্মটি বন্ধক ছিল। বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহু পূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬৩; মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২)*।

Contents

২য় প্রশ্নের জবাব এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেকই আমরা কোন মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সমর্থন করি না *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) ৭/২৩৩ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই)*। ৩য় প্রশ্নের জবাব এই যে, নবীদের হেদায়াত অনুযায়ী মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে এর মাধ্যমেই একদিন 'খেলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বড় কথা হ'ল অমুসলিম বা কপট মুসলিম সবাইকে যদি হত্যাই করে ফেলা হয়, তাহ'লে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? আমাদের রাসূল (ছাঃ) এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে *(আম্বিয়া ১০৭)*। তিনি মানুষ হত্যার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছেন *(জুম'আ ২)*। আর তাদের হাতে গড়া সেই সোনার মানুষগুলোর মাধ্যমেই ইসলামের চূড়ান্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। আমরাও সে লক্ষ্যে সাধ্যমত আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছি।

জানা আবশ্যক যে, কেবল 'রাফউল ইয়াদায়েন' করলেই তাকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয় না। বরং ছহীহ আক্বীদা ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের মাধ্যমেই প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' হওয়া যায়। অতএব আহলেহাদীছ তরুণরা সাবধান!

(৩) মার্চ ২০১৪ প্রশ্নোত্তর (৩৯/১৯৯) : জিহাদ কি এবং কেন? কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদ 'ফরযে আইন' এবং 'ফরযে কিফায়া' সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : 'জিহাদ' অর্থ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো'। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এর দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে রাখা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ইবনু হাজার বলেন, নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী 'জিহাদ' অধ্যায়-এর ভূমিকা ৬/৫ পৃঃ)*। কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সেটা হাত

Contents

দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক' *(ফাৎহুল বারী হা/ ২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃঃ)*। তবে ঈমান, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় সশস্ত্র 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরয আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, জানাযা ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কিফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আয়েন হয়ে যায়। যেমন, (১) মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ'লে *(তওবাহ ৯/১২৩)*। (২) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। (৩) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ'লে *(আনফাল ৮/১৫, ৪৫)*। (৪) যখন কেউ বাধ্য হয় *(তিরমিযী হা/১৪২১, মিশকাত হা/৩৫২৯)*। বর্তমান যুগে মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে।

স্মর্তব্য যে, শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার অধিকার হ'ল মুসলমানদের সর্বসম্মত আমীরের *(নিসা ৪/৫৯)*। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কোন দল বা ব্যক্তি এককভাবে কারু বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করতে পারে না *(এবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

(৪) নভেম্বর ২০১৪ প্রশ্নোত্তর (৫/৪৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ইবাদত কবুল হবে না। এটা কি ঠিক?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৯১০, মিশকাত হা/৩৮১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জিহাদের বাসনা ও শহীদী মৃত্যুর কামনা থাকা যরূরী। অবশ্যই সে জিহাদ হ'তে হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত জিহাদ।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিহাদের নামে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, তা কখনোই জিহাদ নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

আরও ফৎওয়া সমূহ রয়েছে, যা মাসিক আত-তাহরীকের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে উক্ত বিষয়ে সম্পাদকীয় সমূহ ॥